দেবী ঋমণীকে গোস্বামীর দর্শনদান

গোস্বামীর লীলাসাঙ্গ বৈশাখ ঊনত্রিশে।
মহোৎসব জ্যৈষ্ঠমাসে প্রথম দিবসে।।
পরেতে দোশরা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবাসরে।
দেখা দিল গিয়া দশরথের নারীরে।।
বাসুড়িয়া নিবাসী বিশ্বাস দশরথ।
বহুদিন হইতে নিয়াছে হরি 'মত'।।
গোলোকের প্রিয় ভক্ত সপরিবারেতে।
পাগলামী সদা করিতেন সে বাড়ীতে।।
দশরথ বিশ্বাসের বাড়ীর দক্ষিণে।
পালানে বেগুনক্ষেত্র নির্মিত যতনে।।
ঋমণী নামিনী দশরথের রমণী।
ক্ষেত্রে গিয়া বেগুন তুলেছে একাকিনী।।
গোস্বামী-রূপ চিন্তা হৃদয় মাঝার।
হেনকালে গোস্বামী ছাড়িল হুঁহুঙ্কার।।
গোস্বামীকে দেখে ধনি পূর্ণ ভাবোদয়।
পদরজঃ শিরে ধরি ধরণী লোটায়।।
'মা! মা! বলিল প্রভু বলিল তাহারে।
'যাত্রা করিয়াছি আমি গত শনিবারে।।"
অদ্য আমি বিলম্ব না করিব এখন।
ওড়াকান্দী যাইবারে হইয়াছে মন।।
ঠাকুরের লীলাসাঙ্গ হ'য়েছে যেদিনে।
সেই হ'তে ভ্রমি ঠাকুরের অন্বেষণে।।
যাত্রা করিয়াছি মাগো ভাবি সেই পদ।
দেখিব কোথায় আছে বাবা হরিচাঁদ।।
এদেশে বাবার ভক্ত আছে যতজন।
একপাক বাড়ী বাড়ী করিব ভ্রমণ।।'
এতবলি যাত্রা করে দক্ষিণাভিমুখে।
ঋমণী দাঁড়ায়ে থাকে পাগলকে দেখে।।
সে মেয়ে ভাবিল মনে আজকে যাইবে।
এইরূপে আসে যায় আবার আসিবে।।
দুইদিন পরে পুনঃ সংবাদ আসিল।
জয়পুর পাগলের লীলাসাঙ্গ হ'ল।।
শুনিয়া মুর্চ্ছিত হয়ে পড়িল ঋমণী।
পাগলের জন্যে যেন হ'ল পাগলিনী।।
পরে গঙ্গাচর্ণা গ্রামে পাগল চলিল।
গঙ্গাধর বাড়ই তাহাকে দেখা দিল।।
গঙ্গাধরে বলে 'আন তামাক সাজিয়ে।
পরে কার্ত্তিকের বাড়ী উঠিলেন গিয়ে।।
কার্ত্তিক তামাক খেয়ে হুকা থুয়ে যান।
পাগল আসিয়া সে হুকায় দিল টান।।
পরে রাইচরণের বাড়ীতে উঠিল।
হেনকালে গঙ্গাধর হুকা ল'য়ে এল।।
কার্ত্তিক জিজ্ঞাস্ করে 'প্রভু গেল কই।
কার্ত্তিকের স্ত্রী অম্বিকা বলে 'গেল অই।।'
আপনি তামাক খেয়ে রাখিলেন হুকা।
ঘরে বসে তামাক খেলেন প্রভু একা।।
তারপর পাগল মণ্ডল বাড়ী গেছে।
দেখ গিয়া মণ্ডলের ঘরেতেই আছে।।
হেনকালে সংবাদ আনিল একজন।
করেছেন জয়পুর লীলা সম্বরণ।।
শুনিয়া কার্ত্তিক গঙ্গাধর রামমোহন।
'পাগল' 'পাগল' বলে ধরাতে পতন।।
সেই হতে কার্ত্তিক সে তামাক সাজিয়ে।
নিত্য নিত্য রাখেন পাগলের লাগিয়ে।।
পাগলের জন্য সবে করে হাহাকার।
কবি কহে নাহি পাবে খুঁজিলে সংসার।।

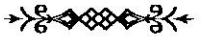

স্বামী লোচনের শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি ধারণ

কুবের বৈরাগী, মহা অনুরাগী
তার বাড়ী একদিনে।
গোস্বামী লোচন, দিল দরশন,
ভিক্ষা পাবার কারণে।।